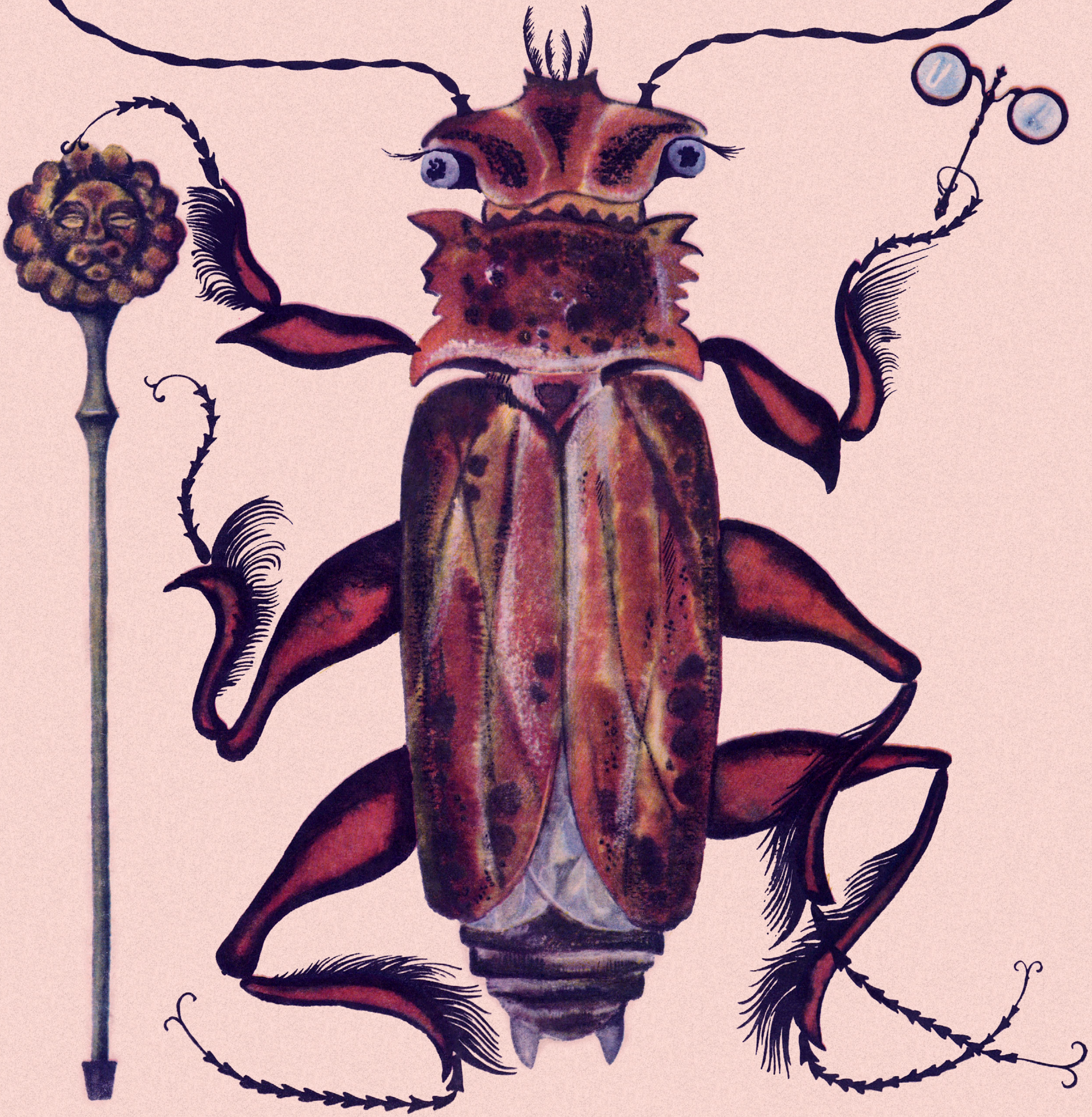
কর্নেই চুকোভস্কি

দত্যি পোকা আরশোলা



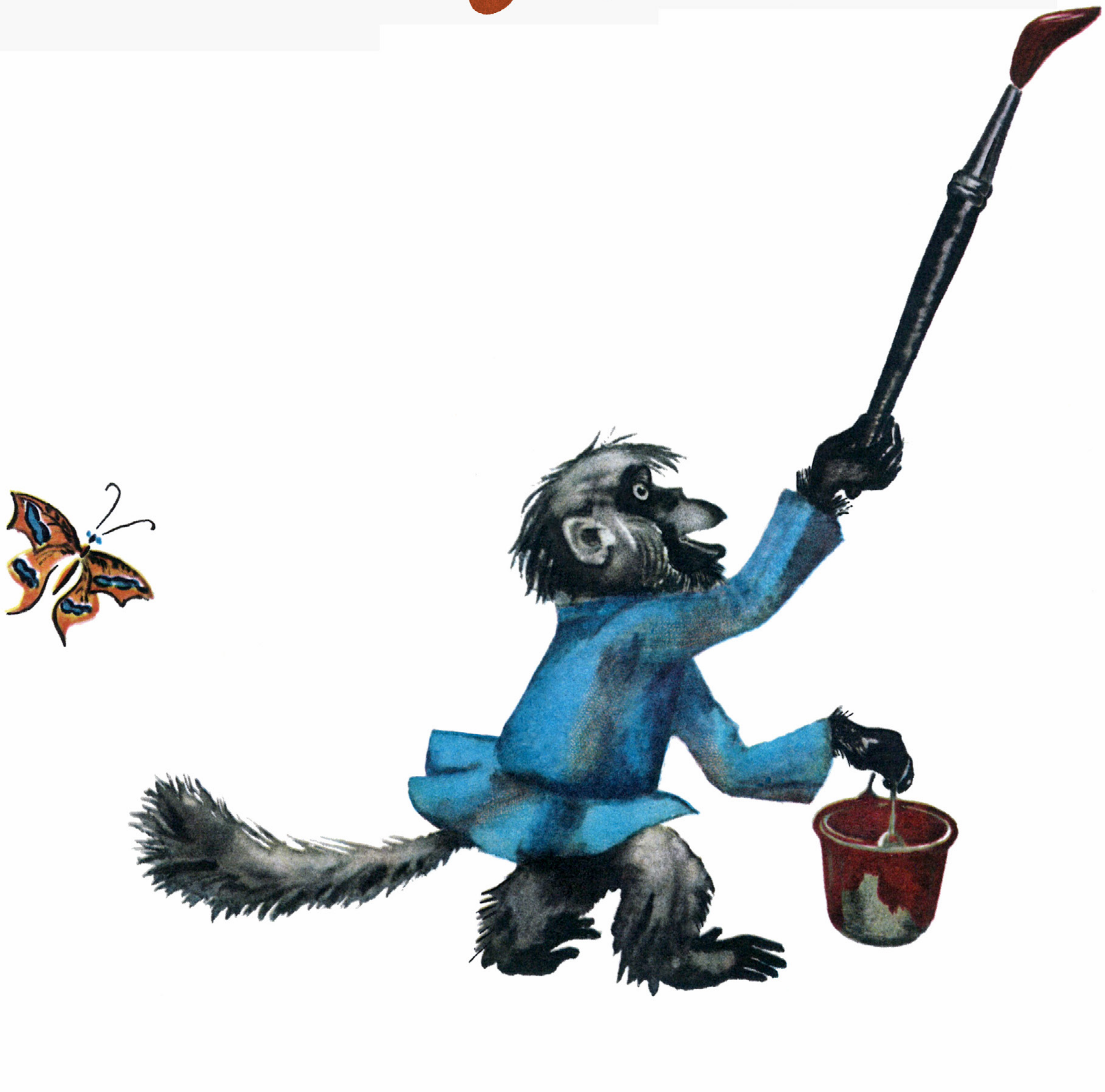


মূল রুশ থেকে অনুবাদ: হায়াৎ মামুদ
ছবি এঁকেছেন: ও. পুশ্‌কারিওভা

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

কর্নেই চুকোভস্কি

দত্যি পোকা আরশোলা





প্রথম ভাগ

যায় ভল্লুক জোরেসোরে
সাইকেলের উপরি চ'ড়ে।

হুলো বিড়াল তার পিছনে—
সামনে পিঠ, মুখ পিছনে।

মশারা চলে মেপে মেপে
হাওয়া-ভরা বেলুন চেপে।

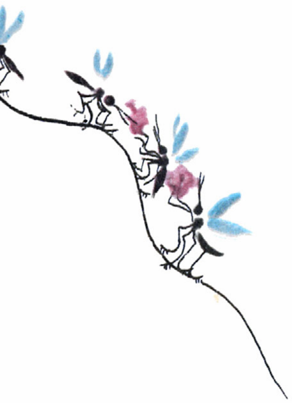
তার পিছনে চিংড়ি ব'সে
ল্যাংড়া ভুলোর উপর ক'সে।

ঘোড়ায় চেপে নেকড়েরা,
ট্যাক্সি ক'রে সিংহেরা।

খরগোশের দলটি ওরে
যাচ্ছে দেখি ট্রামে করে।

আর কোলাব্যাঙ ঝাড়ুর 'পরে...

যাচ্ছে তারা হাসছে মিঠে,
চিবুচ্ছে যে পুলিপিঠে।







গেটের কাছে হঠাৎ একি
ভয়ানক যে দত্যি দেখি:
লালচে রঙা বিরাট গঁুফো
আরশোলা এক!
আরশোলা যে, আরশোলা এক,
ইয়া আরশোলা!

তম্বি করে: 'এই-ও, চোপ!'
গর্জে ওঠে নাড়িয়ে গোঁফ:



‘খবরদার, আস্তে ধীরে এগিয়ে আয়,
একে একে গিলবো সবে এক লহমায়!
গিলবো সবে, গিলবো সবে,
কাউকে মাফ করবো নারে।’

সবাই ভয়ে কাঁপছে হায়
ভিরমি লেগে মূর্ছা যায়।

ভয়ের চোটে নেকড়েরা সব
এ ওকে খায় গপ্‌গপাগপ্‌।

কুমিরটাও চমকে পিলে
ব্যাঙটা শেষে ফেললো গিলে।

কেঁপে হী-হী-হী হাতিটা কেলো
সজারুর গায় হুমড়ি খেলো।



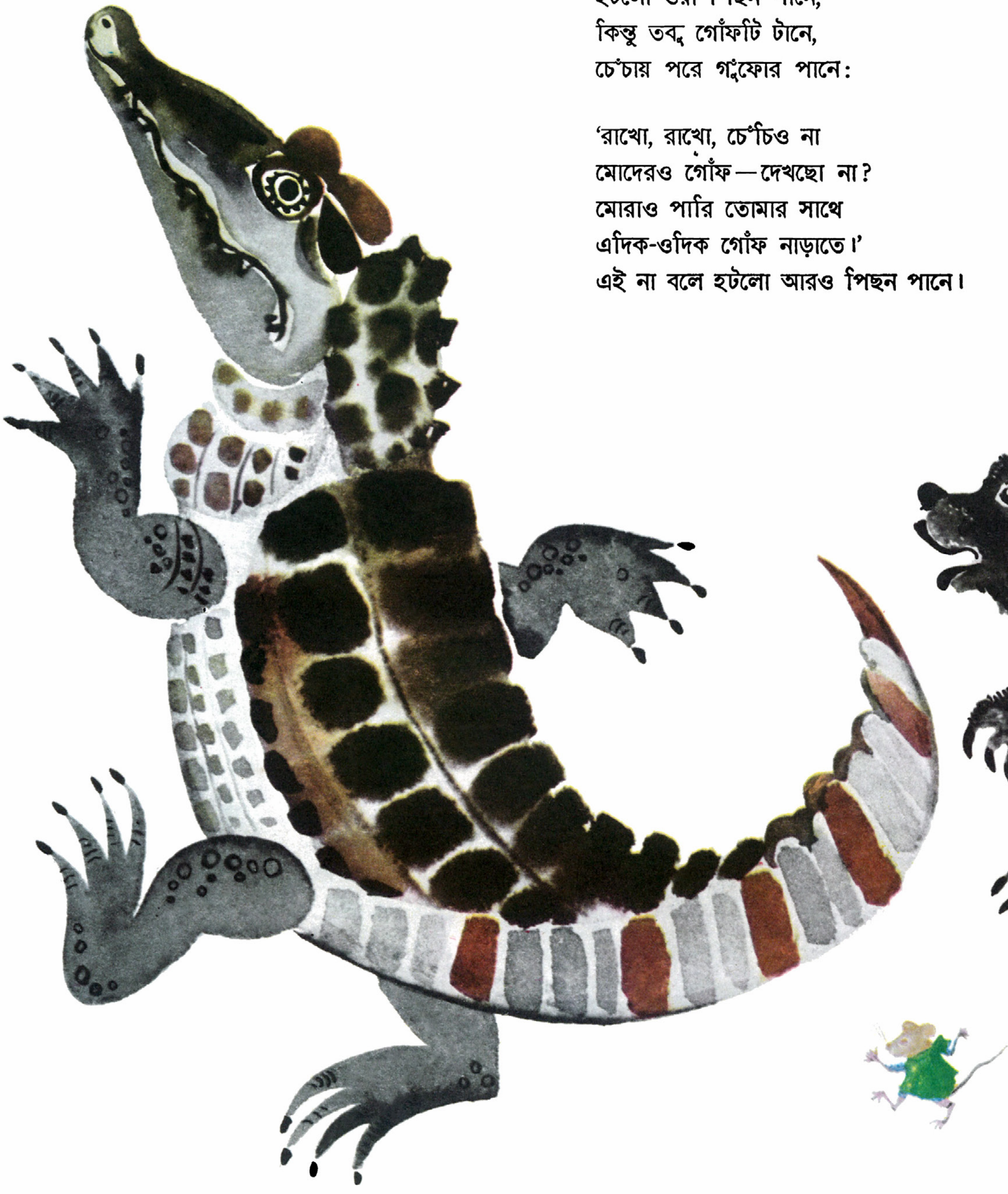






চিংড়ি শুধু ডানপিটে যে
পায় না ভয় মারপিটেতে;
হটলো ওরা পিছন পানে,
কিন্তু তবু গোঁফটি টানে,
চেঁচায় পরে গুঁফোর পানে:

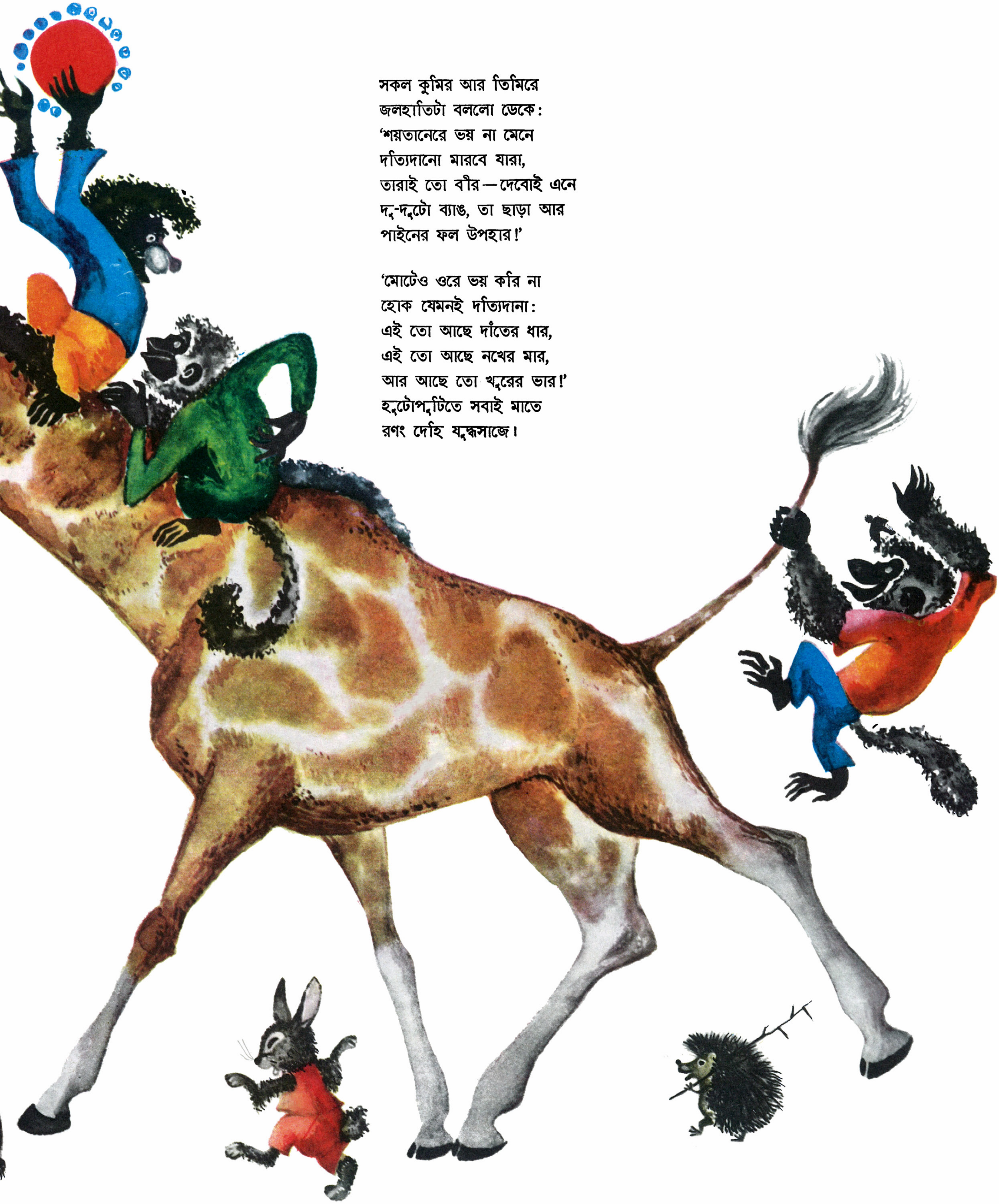
‘রাখো, রাখো, চেঁচিও না
মোদেরও গোঁফ—দেখছো না?
মোরাও পারি তোমার সাথে
এদিক-ওদিক গোঁফ নাড়াতে।’
এই না বলে হটলো আরও পিছন পানে।





সকল কুমির আর তিমিরে
জলহাতিটা বললো ডেকে:
‘শয়তানেরে ভয় না মেনে
দত্যিদানো মারবে যারা,
তারাই তো বীর—দেবোই এনে
দু-দুটো ব্যাঙ, তা ছাড়া আর
পাইনের ফল উপহার!’

‘মোটেও ওরে ভয় করি না
হোক যেমনই দত্যিদানা:
এই তো আছে দাঁতের ধার,
এই তো আছে নখের মার,
আর আছে তো খুরের ভার!’
হুটোপুটিতে সবাই মাতে
রণং দেহি যুদ্ধসাজে।





কিন্তু গোঁফ দেখেই তার
(হায় রে হায়!)
এক দৌড়ে পগার পার
(হায় রে হায়!)

এদিক-ওদিক বনের ভিতর, মাঠের ’পর;
আরশোলা-গোঁফ কী ভয়ানক দেখায় ডর।



চেঁচিয়ে বলে জলহাতিরে:
‘লজ্জা এ কি বল্ দেখি রে!
ষাঁড়, গণ্ডার গেলি কোথায়?
গর্ত থেকে বেরিয়ে আয়!
দুশমন দ্যাখ ঐ সামনে—
পালিয়ে যেন দূর যাস্ নে,
শিংয়ের গুঁতোয় তোল্ শূন্যে!’



কিন্তু ষাঁড়, গণ্ডারও যে
জবাব দিলো গর্ত থেকে:
‘হোক যেমনই শত্রু জাহেল,
শিংয়ের গুঁতোয় করবো ঘায়েল—
কিন্তু বাপু, চামড়াটা যে মূল্যবান
শিংটাও নয় কম কোনোখান।’





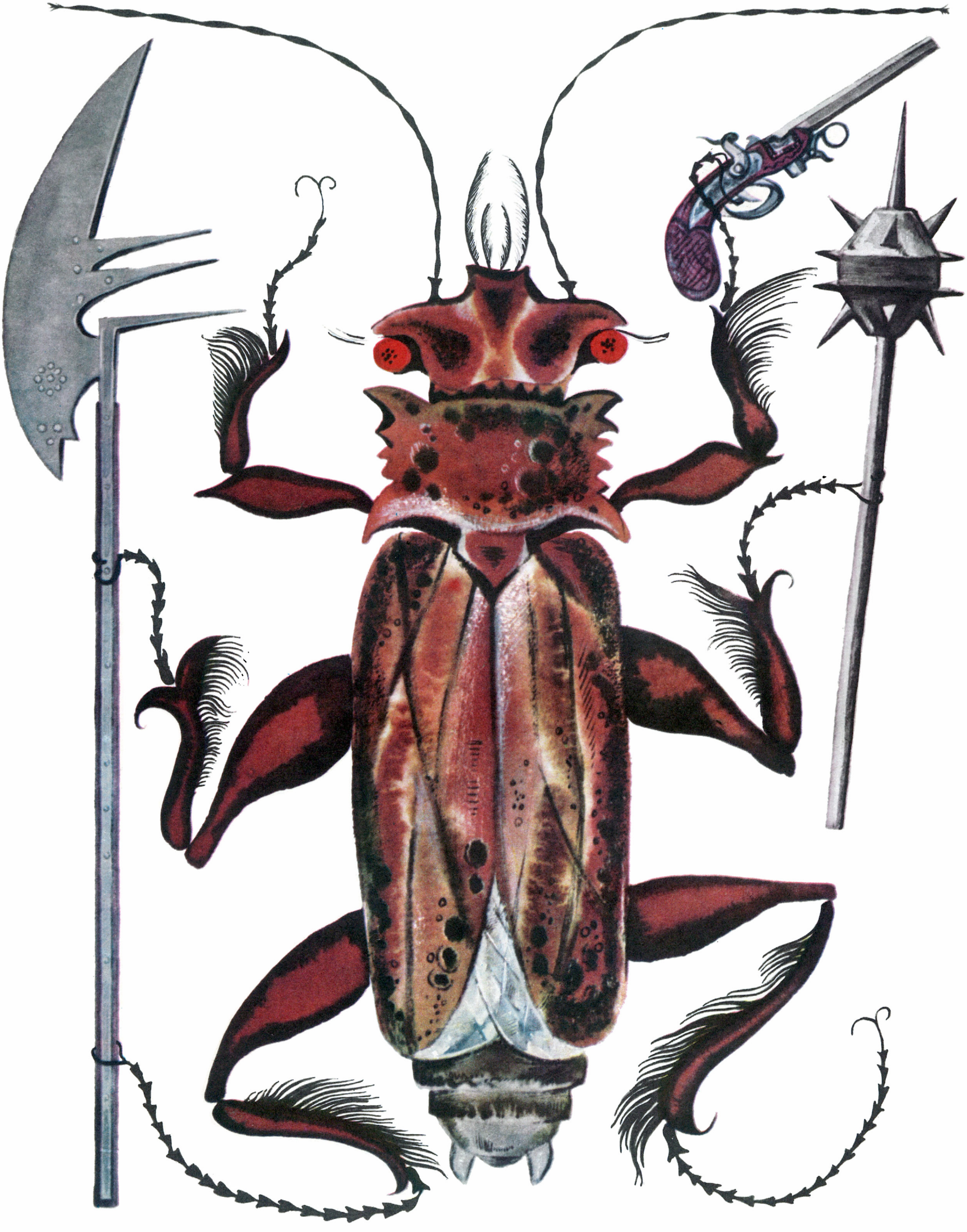
কেউবা লুকায় ঝোপেঝাড়ে
জলার পিছে, টিলার আড়ে।
লুকায় কুমির বিছুটি বনে
চুপটি হাতি নালার কোণে।
যাচ্ছে শোনা কেবল শুধু
দাঁত ঠকাঠক,
যাচ্ছে দেখা কেবল শুধু
কান লটাপট।

দুষ্টু দামাল বাঁদরগুলো
বাক্স হাতে ছুট লাগালো
চার হাতে-পায়
যেদিক পানে দৃষ্টি যায়।

হাঙ্গরটাও দ্যাখ্ পরে পরে
তাক্ বুঝে ঠিক পড়লো সরে
ঝাপটিয়ে লেজ কেবল জোরে।

তার পিছনে শামুক যায়
হাঁটি হাঁটি পায় পায়
বলের মতো গড়িয়ে যায়।





দ্বিতীয় ভাগ

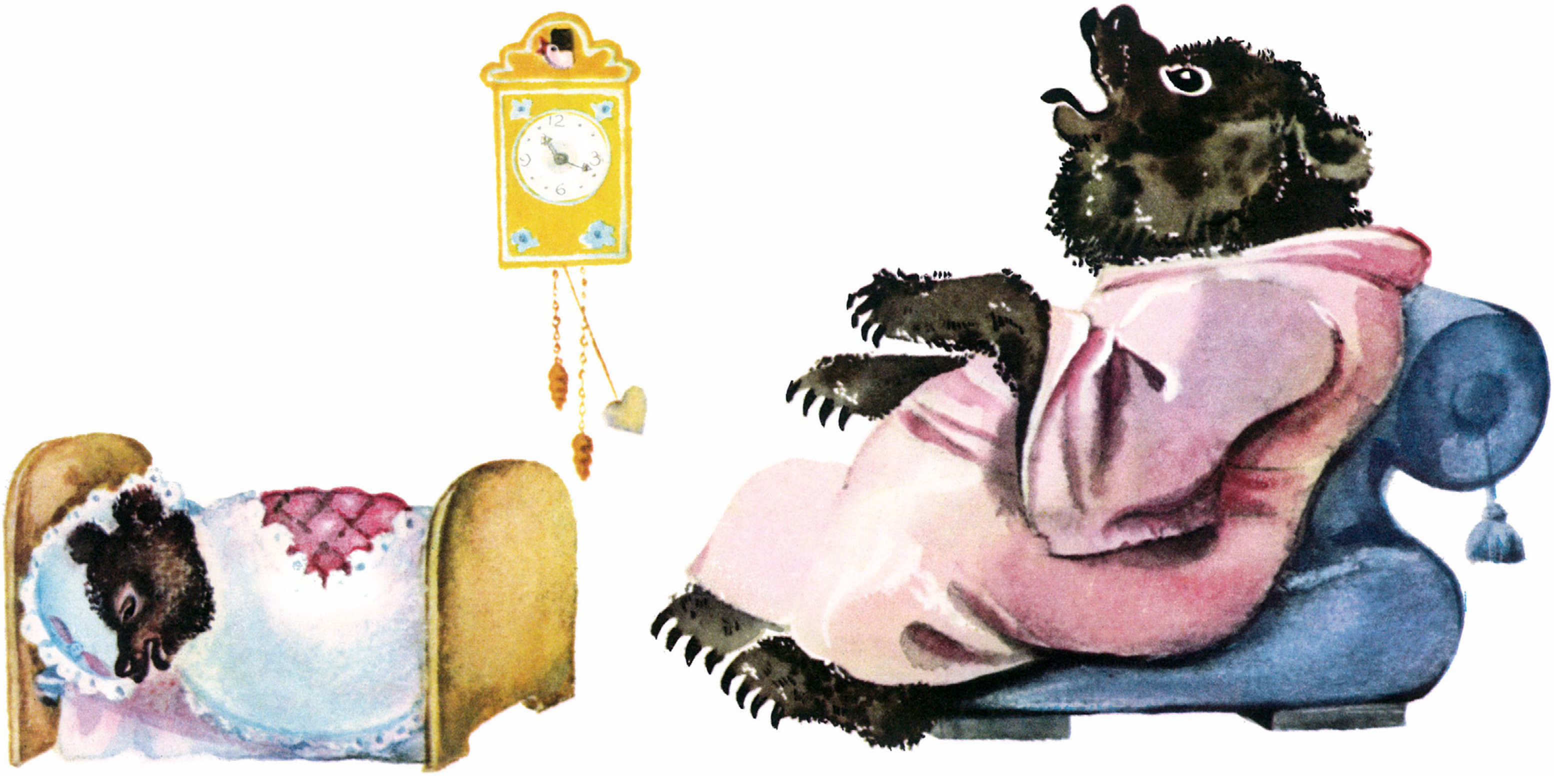
জিতে গিয়ে আরশোলা আজ
বনলো বনের রাজাধিরাজ।
গোঁফের শাসন আর কি কমে?
(মুখপোড়ারে নিক না যমে!)
সবারেই সে তম্বি ক'রে
সোনালী পেট উঁচিয়ে ঘোরে:
'ছানাপোনাদের পাঠিয়ে দে তো!
আজ রাত্রে ওদের খাবো।'







ফোঁপায়, কাঁদে আফসোসে
আহা বেচারি পশুর পাল!
চুপটি যে যার গর্তে ব'সে
মনে মনেই বেদম ক'সে
আরশোলারে দিচ্ছে গাল।



এমনটি মা কেউ আছে কি
পাঠিয়ে দিতে অমনি রাজি
নিজের বাছা ছানাপোনা —
ভাল্লুকের ছা, নেকড়ে সোনা,
তুলতুলে গা হাতির পোনা —

ঐ যেহেতু পেটুক দানো
চাইছে খেতে দাঁত শানানো!
কান্না কাঁদে, বুক ফেটে যায়
চিরবিদায় দিতে বাছায়।



এক ভোরেতে কিন্তু যবে
লাফাচ্ছিল ক্যাঙারু সবে —
যেই না দেখা গোঁফের দাড়া,
করলো মাৎ চেঁচিয়ে পাড়া:
‘এই বুঝি গো দত্যিদানো?
(হাঃ! হাঃ! হাঃ!)
আরশোলা যে — তাও না জানো!
(হাঃ! হাঃ! হাঃ!)
আরশোলা এক, আরশোলা যে, আরশোলা’পো —
ফিনফিনে পা পোকামাকড়, বুঝলি গো!

তোদেরও বলি লজ্জা নেই?
মানের বালাই কিচ্ছু নেই?





নখ ও দাঁতের তোরাই রাজা
তা দিয়েই তো দিবি সাজা —
আর তোরাই করিস
    প্রণাম তাকে,
খাওয়াচ্ছিস ঐ
    তেলাপোকাকে!'

জলহাতিরা বেজায় ভয়ে
ফিসফিসালো রয়ে সয়ে:
'আরে চুপ, চুপ! পালা তো বাপু —
মোদের আরো করবি কাবু!'







হঠাৎ শুধু ঝোপ থেকে এক,
সবুজ বনের ফাঁক থেকে এক,
দূরের বা সেই বন থেকে কি
আসলো উড়ে চড়ুই পাখি।

লাফিয়ে মাতায় চতুর্দিক,
কিচিরমিচির-চিরিক্-চিক্
চিরিকিচিরি-চিরিক্-চিক্!
আরশোলারে ধরলো ঠোঁটে —
খতম হলো দত্যি বটে!
যোগ্য সাজা দত্যিটার,
এখন কোথা গোঁফটা তার!



খুশি হলো বেজায় খুশি
পশুপাখি বনের যতো,
চড়ুইয়ে সবে আশীষ করে
যেমনটি যার মনের মতো।





সুখ্যাতি তার গাইছে গাধা অর্গানে,
যত ছাগল নাড়ছে দাড়ি সম্মানে,
বাজাচ্ছে ঢোল ঢ্যামকুড়াকুড়
ড্যাডাং ড্যাডাং ঢ্যামকুড়াকুড়!
মামদো প্যাঁচা বাজায় বাঁশি
চোঙা মুখে!
মিনারে বসে দাঁড়কাকেরা
চেঁচায় সুখে!
বাদুড়েরা
ছাদের 'পরে
ওড়না ওড়ায়,
নৃত্য করে!



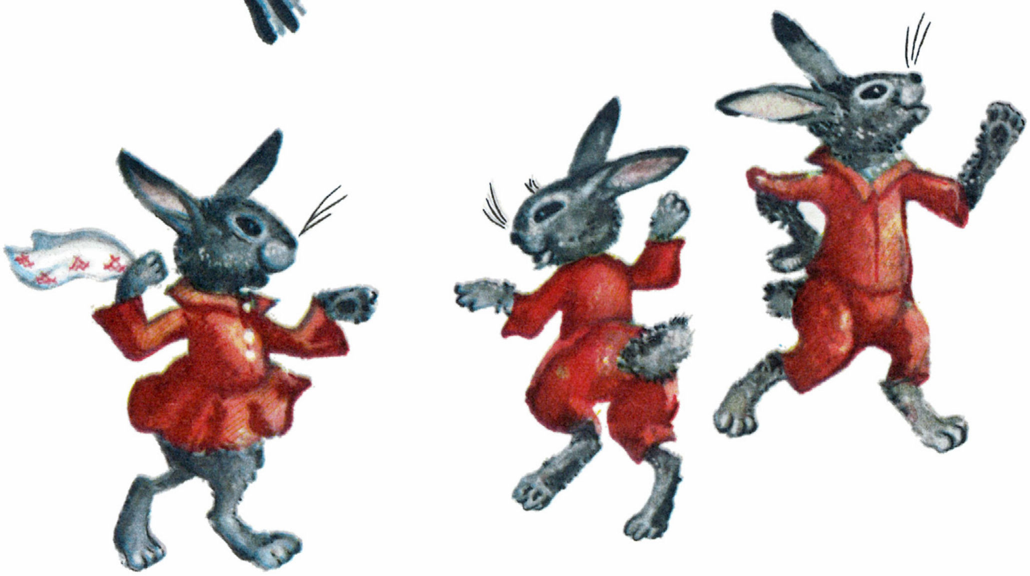




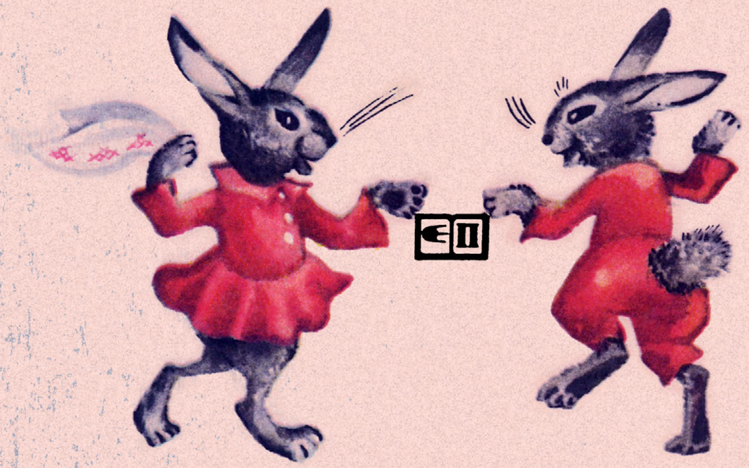
ফুলবাবুটি সব হাতিরা
নাচলো বটে বেপরোয়া!
ঝকঝকে চাঁদ চমকে গেল
আকাশবুকে নাচতে গিয়ে
ডিগবাজি সে বেজায় খেল —
তাও কি না ঐ হাতির পিঠে!
অতঃপর মহা হুল্লোড় আনন্দ খুব —
চাঁদ ধরতে দীঘির জলে মারলো ডুব,
তারপরেতে পেরেক মেরে
আঁটকে দিলো আকাশ গায়!











সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

К. Чуковский

ТАРАКАНИЩЕ
на бенгали

Ч $\frac{70802\text{-}174}{016(01)\text{-}81}$ 708-81 4803010102